19 JAN 20 3

তারিখ ....

পৃষ্ঠা .... কলাম ....

যুগান্তর

ভুলে ভরা মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণীর গণিত বই

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত (স্মারক নং পাঠ্য/১৩২/এস-৪, তাং ০৬/১২/১৯৮৩) এবং নতুন সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পুনঃমুদ্রণ অষ্টম শ্রেণীর 'সহজ বীজগণিত' বইটি অসংখ্য ভুলে ভরা, যা প্রতিনিয়ত ছাত্রছাত্রীদের

হতাশায় ফেলেছে। এমনকি শিক্ষক-শিক্ষিকারাও হতাশায় নিমজ্জিত। ছাত্রছাত্রীরা অংকের সঠিক সমাধানের অভাবে পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারছে না। বইটিতে এমন কতগুলো অংক রয়েছে যার উত্তরের সঙ্গে কোন মিল নেই। এমনকি কোন কোন উৎপাদকের ধারায় x, y, z ইত্যাদি উপাদান থাকা সত্ত্বেও উত্তরে এদের কোন হদিস নেই। এটি কি করে সম্ভব? অন্য পক্ষে আমরা জানি, একটি রাশিকে দুই বা ততোধিক রাশির গুণফলরূপে প্রকাশ করলে শেষোক্ত রাশিগুলোর প্রত্যেকটিকে প্রথম রাশির উৎপাদক বা গুণনীয়ক বলে। সহজ কথায় এক বা একাধিক মৌলিক রাশির গুণফলকে উৎপাদক বলে। সে হিসেবে ধরা যাক, মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ডের অষ্টম শ্রেণীর 'সহজ বীজগণিত' বইটির কথা। বইটিতে প্রশ্নমালা 10 (ten)-এ বলা হয়েছে, উৎপাদকে বিশ্লেষণ কর এবং এই প্রশ্নমালার 1 নং প্রশ্নটির ধারা হল $x^2+3x+10$, কিন্তু উৎপাদকের সংজ্ঞা মতে, এটি কখনও উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, কারণ ধারাটিতে কিছু ত্রুটি রয়েছে। যদি ধারাটি $x^2+3x+10$, এর পরিবর্তে $x^2+3x-10$ হয়, তাহলে এটি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব এবং এর উৎপাদকে বিশ্লেষণ হবে $(x+5)(x-2)$। কিন্তু প্রদত্ত ধারার অর্থাৎ $x^2+3x+10$ ধারাটির উত্তরে $(x+5)(x+8)$ লেখা হয়েছে, যা ধারার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। যদি উত্তরটিকে সঠিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে ধারাটি হতে হবে $x^2+13x+40$। শুধু তাই নয়, এভাবে উৎপাদক, মান নির্ণয়, প্রমাণ, লঘিষ্ঠ আকারের প্রকাশসহ অসংখ্য ভুল রয়েছে বইটিতে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমছারুল করিম
গণিত বিভাগ, কক্সবাজার সরকারি কলেজ

অনুন্নত মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষায় অনুন্নত সিলেবাস, মাধ্যমিক (দাখিল) ও উচ্চ মাধ্যমিক (আলিম) পর্যায়ে যুগোপযোগী পাঠ্যবিষয় না থাকা, পরীক্ষার রুটিন প্রণয়ন ও নম্বর বণ্টনের ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে দাখিল শ্রেণীর সাধারণ গণিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো হল বীজগণিত, জ্যামিতি ও পাটীগণিত।

উল্লেখ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জেনারেল শিক্ষা ব্যবস্থায় এসএসসি পর্যায়ে সাধারণ গণিতে 'পাটীগণিত' বাদ দিয়ে সেট-ফাংশনের অংক, ত্রিকোণোমিতি অন্তর্ভুক্ত হলেও মাদ্রাসা শিক্ষায় গণিতের সিলেবাসে উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বিজ্ঞান শিক্ষায় স্কুলের সিলেবাসে 'এসএসসি'র পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান পৃথক পৃথক বিষয় হিসেবে মান-বিন্যাস থাকলেও দাখিলে এ দুটি বিষয়ে একত্রে ১০০ নম্বরের মূল্যায়ন করা হয়। স্কুলের সিলেবাসে রসায়ন, পদার্থ, জীববিদ্যায় অত্যাধুনিক বিষয় সংযোজন হলেও এক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষায় তেমন কোন সংযোজন নেই। দাখিলে বিজ্ঞানের ছাত্ররা সম্পূর্ণ অনুন্নত সিলেবাস অধ্যয়ন করে আলিম শ্রেণীতে গিয়ে পড়তে হয় উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর বিজ্ঞানের সিলেবাস। এক্ষেত্রে হাতেগোনা কিছু ভাল শিক্ষার্থী ছাড়া অবশিষ্ট সকলকে হিমশিম খেতে হয় শিক্ষকের লেকচার আত্মস্থ করতে গিয়ে। আলিম শ্রেণীতে পদার্থ ও রসায়নকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে রেখে গণিত ও জীববিজ্ঞান করা হয়েছে ঐচ্ছিক। উল্লেখ্য, গণিত ও জীববিজ্ঞানে এ দুটি বিষয়ের একটি থেকে বঞ্চিত মাদ্রাসা ছাত্ররা। অথচ আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় গণিত যেমন প্রয়োজন তেমনি জীববিজ্ঞানও। মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন ও বিজ্ঞান শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য তাই এসব বিষয় ভেবে দেখার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমিমুল ইসলাম শান্ত
তা'মীরুল মিল্লাত মাদ্রাসা, মীরহাজিরবাগ, ঢাকা